অফ প্রিন্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

বিংশ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৯১ অক্টোবর ১৯৮৪

মার্শাল ম্যাকলুহান ঃ তাঁর তত্ত্বের প্রাতিভাসিক রহস্য ও মর্মবস্তু

আলী রীয়াজ

'বাহনই বার্তা' (medium is the message)—এই প্রবাদ-প্রতীম চিন্তার উদ্‌গাতা হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান নিজেকে সমাজতত্ত্ববিদ, সমালোচক, দার্শনিক বা বিজ্ঞানী হিসেবে দাবী করেন নি, অনুসন্ধানী (detective) শব্দের প্রতি তার ছিলো পক্ষপাত—নিজের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল ঃ 'সাধারণ জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ (specialist in general knowledge)। পরবর্তীকালের সমালোচকদের ভাষায় তিনি বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত ও অদ্বিতীয়, সর্বোপরি "impossible to understand, difficult to accept and dangerous to ignore. He is one part nonsense, one part insight, and several parts unproved suppositions."[১] যোগাযোগ-বিজ্ঞানে রহস্যাবৃত ব্যক্তিত্ব হিসেবে মার্শাল ম্যাকলুহান নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। বক্তব্যের অস্পষ্টতা সত্ত্বেও চিন্তার নতুনত্ব তাঁকে দিয়েছে আলাদা আসন, দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতোই যোগাযোগ-ছাত্রের কাছে তিনি অদ্যাবধি রহস্যময় পুরুষ। এই রহস্যাবৃত্তির কারণে ম্যাকলুহান এক অভাবিত মোহেরও জনক। তাঁর রচনারীতি জটিল, যে জটিলতার স্বীকৃতি মোহমুগ্ধ ভক্তের কণ্ঠেও দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারিত ঃ "As anyone who opens the covers immediately discovers, (Understanding) *Media* and (Guterberg) *Galaxy* are horrendously difficult to read, clumsily written, frequently contradictory, oddly organised and overlaid with

১. *Media : An Introductory Analysis of American Mass Communication*, Peter M Sandman et. el. (1972), p. 235

their author's singular jorgon". (Richard Kostelantez)। এই জটিলতার কারণ ব্যাখ্যা করে ম্যাকলুহানের বক্তব্য ঃ "Most clear writing is a sign that there is no exploration going on. Clear prose indicates the absence of thought".

আধুনিক যোগাযোগ-বিজ্ঞানে ম্যাকলুহান, তার জটিলতা ও অস্পষ্টতা সত্ত্বেও, এক অবশ্য-উচ্চার্য নাম। সমালোচিত ব্যক্তি-জীবনের অধিকারী মার্শাল ম্যাকলুহানের জন্ম ১৯১১ সালের ২১শে জুলাই কানাডার এডমণ্টনে। পিতা বিরাট ভূস্বামী হওয়া সত্ত্বেও বীমার এজেন্টের পেশা বেছে নিয়েছিলেন এবং ম্যাকলুহানের ভাষায় 'enjoyed talking with people more than pursuing his business'। ম্যাকলুহান প্রকৌশল বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ শুরু করলেও পরে সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণবশতঃ তা ছেড়ে দেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যয়ন শুরু করেন। ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্বের পাঠ শেষে ম্যাকুলুহান ডক্টরেট ডিগ্রী নেন কেমব্রিজ থেকে ১৯৩৬ সালে। ডক্টরেট ডিগ্রী নেবার পরে দেশে ফিরে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকুরী জীবনের সূচনা হয়। ১৯৫১ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *Mechanical Bridge* প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের পূর্ণ অধ্যাপক রূপে সেন্ট মাইকেল কলেজে যোগ দেন এবং পরের বছর *Explorations* নামে একটি ছোট কাগজ বের করেন। (নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী এডমাণ্ড এস কার্পেন্টারের সাথে যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত এই কাগজটি মাত্র কয়েক বছর বেরিয়েছিলো। এই কাগজটিরই কিছু রচনা ১৯৬০ সালে *Explorations in Communications* নামের একটি পেপার-ব্যাক গ্রন্থে সংকলিত হয়।) ১৯৫৯ সালে তিনি শিক্ষা প্রচার বিভাগ বিষয়ক জাতীয় সমিতির গণমাধ্যম প্রকল্প ও শিল্প দফতরের পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সালে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *Gutenberg Galaxy* প্রকাশিত হয়। '৬৩ সালে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নিয়োগ করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-প্রতিষ্ঠিত Center for Culture & Technology'র প্রধান হিসেবে।[২] পরবর্তী বছরে (১৯৬৪) প্রকাশিত হয় তাঁর

২. এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ "to study the psychic and social consequences of technology and media". এই কেন্দ্র সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ঃ "A visitor expe cts

বড় ধরণের পরিবর্তন আনলো, দাস ব্যবস্থার ভিত্তির ওপর গড়ে-ওঠা সাম্রাজ্যগুলোর চরিত্রে পরিবর্তন ঘটলো, সামন্ত সমাজের সূচনা হলো। সামন্ত সমাজের ভেতরেই যে সংহারের বীজ লুকিয়ে ছিলো এ কথা সে সময়ই উপলব্ধি করা না গেলেও ইতিহাসের এক পর্যায়ে তাও স্পষ্ট হয়ে গেলো দিবালোকের মতো। ভূমি-মালিকানা ও শোষণের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ব্যবস্থায় ক্ষমতায় আরোহনের পর ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ ঘটালো। কিন্তু সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ও বৈরীতা গড়ে তুললো নগরকেন্দ্রিক শিল্প-কারখানা। এই নতুন শিল্প-কারখানার সহগামী হিসেবে গড়ে উঠলো একদিকে ভূমি-বিযুক্ত এক শোষক শ্রেণী, অন্যদিকে উদ্ভব ঘটলো শ্রমিক শ্রেণীর। কালক্রমে ক্ষমতা বিভাজন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী তুলে এই ভূমি-বিযুক্ত শ্রেণীই ক্ষমতা দখল করলো। সূচনা হলো পুঁজিবাদী যুগের।

পুঁজিবাদী যুগের সূচনায় যদিও একথা প্রাতিভাসিকভাবে মনে হলো যে, বাধ্যতামূলক দাসত্বের অবসান ঘটেছে, শোষিত শ্রেণী তাদের ইচ্ছে মাফিক 'স্বাধীন'ভাবে শ্রম বিক্রীর ও 'দর কষাকষি'র সুযোগ পেয়েছে; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যেহেতু উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তি-মালিকানা বহাল থাকলো এবং জোরদার হলো সেহেতু জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে শ্রমিক শ্রেণীকে এই ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানায়/জমিতে শ্রম বিক্রী করা ছাড়া উপায় থাকলো না। ফলে তথা-কথিত 'স্বাধীন' শ্রম শক্তি বিক্রীর পথ শোষকের মুনাফা লোটার পথকে বন্ধ করলো না—শোষিতের বঞ্চনা বৃদ্ধি পেলো। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও আবার তার 'স্বাধীন চরিত্র' 'অবাধ প্রতিযোগিতা'র দিনগুলোতে সংকটের মুখোমুখি হলো এবং তার এই সকল চরিত্রের অবসান ঘটিয়ে এক-চেটিয়া পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হলো। আজকের দিনে, বিশ্বের এক-চেটিয়া পুঁজিবাদ পুর্ণবার সেই সংকটের মুখোমুখি হয়েছে—দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক সংকট ও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ।

মার্কসবাদীদের মতে, মানব-ইতিহাসের ও শোষক সমাজের এই-সব যুগান্তকারী ঘটনা—শোষণ, সংঘাত ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানুষের অগ্রযাত্রার একটি ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা বলছেন, আদিম সমাজে যখন উৎপাদনের উপকরণের ওপর গোষ্ঠী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত ছিলো তখন মানব জীবন মুক্ত

ছিলো প্রকৃতির দাসত্ব থেকে, প্রাণী জগতের অপরাপর প্রাণী এই মুক্তি লাভ করতে পারেনি। পরবর্তীতে মানুষ এগিয়েছে ইতিহাসের বঙ্কিম পথে, কিন্তু প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব স্থাপনে, বহির্বিশ্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে এবং এর মধ্য দিয়ে মানবীয় সংবেদনশীলতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তার অগ্রযাত্রা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এ সবই জ্ঞানই মানুষকে দিয়েছে যৌথভাবে সমাজ নিয়ন্ত্রণের জ্ঞান। সামাজিক জটিলতা ও জ্ঞানের বিস্তারের ফলে মানুষের মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে। সমাজের বিভিন্ন অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের যে উন্মেষ ঘটেছে, সমাজের যেটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে—তা ক্ষমতাসীন শ্রেণীর স্বার্থেই হোক কি তাদের বিরুদ্ধেই হোক—তাতে লাভবান হয়েছে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ। আর তারই ফলে ইতিহাসের অগ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক বিশ্ব ও সেই বিশ্বের জ্ঞানের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

মানব-ইতিহাসে শোষণের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে পুঁজিবাদ। এই পুঁজি-বাদের একচেটিয়া স্তরে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যাপকারে সংগঠিত করা হয়েছে। [এই ব্যাপকাকার একদিকে স্থানের বিবেচনায় ও অন্যদিকে তার উৎপাদন (manufacturing) ও বন্টন প্রক্রিয়ার দিক থেকে।] সারা বিশ্বের পুঁজিবাদের হাত সম্প্রসারিত হয়েছে—পুঁজি, বাজার, কাঁচামাল ও শ্রমের সন্ধানে। এই পুরো প্রক্রিয়া তথা পুঁজিবাদের বিস্তৃতি উৎপাদনকে ছড়িয়ে দিয়েছে সারা বিশ্বে যাকে বলা হচ্ছে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ। কিন্তু বাস্তবে সামাজিকীকরণের ঠিক বিপরীত ঘটনাই ঘটছে—উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, মুনাফার জন্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রসারের ক্রমাগত চাহিদা। একদিকে মানব-সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে পুঁজিবাদের প্রবেশ ও অন্যদিকে তার এই ব্যক্তিকৃত রূপের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদের পক্ষে নতুন নতুন উদ্ভাবিত কৃৎকৌশলকে আর জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার সম্ভব নয়, বরং তার ব্যবহার হচ্ছে ব্যক্তিগত মুনাফা ও যুদ্ধের বিস্তারের জন্যে। আজকের দিনে তাই একচেটিয়া পুঁজির ধর্মই হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংঘাতের সৃষ্টি ও দুর্বলতরকে গ্রাস করা, সাথে সাথে যে মেহনতী মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে পুঁজির দাপট সেই মেহনতী মানুষের উত্থানকে চূর্ণ করে তাদেরকে শোষণের

যোগাযোগ আর কৃৎকৌশলের বদৌলতে পরিণত হতে চলেছে একটি বৈশ্বিক গ্রামে। সব মানুষের জন্য 'এক পৃথিবী' এখন হাতের কাছে, ঘরের দরজায়। বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি এক সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরী করছে আমাদের মধ্যে—ফিরে আসছে সেই গোত্রভুক্ত জীবন।

গোত্রভুক্ত জীবনের এই অনিবার্য প্রত্যাবর্তনের কথা আমরা আরো একবার শুনেছিলাম কার্ল মার্কসের কণ্ঠে। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে এ কথা বলেছিলেন যে, গোষ্ঠী জীবনের কিছু কিছু গুণ—যা পরবর্তী সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে ভিন্নরূপে তা সমাজে ফিরে আসবে। মার্কস ও ম্যাকলুহানের বক্তব্যের এই মিল আমাদেরকে বাধ্য করে উভয়কে অন্তত একবার এক পরিমাপকে বিচার করতে—আর অবশ্যই তা হতে হবে তাঁদের ইতিহাস বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিমাপকে।

প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজে (যাকে ম্যাকলুহান বলেছেন Tribal Society) শিকারের ক্ষেত্র, তৃণভূমি, চাষাবাদের জায়গা ও মৎস্য শিকারের পুকুরের মতো উৎপাদনের সব উপকরণই ছিলো সকলের সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু বিভিন্ন হাতিয়ারের আবিষ্কার, টেকনিকের উন্নতি, প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের উপায়, উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাণিজ্যের উদ্ভব সূচনা করলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির—সমাজে পরিবর্তন হয়ে পড়লো অনিবার্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব আস্তে আস্তে ও বিভিন্ন রূপে সম্পদের এককেন্দ্রীকরণ (accumulation) ও বিনিময়ের পথকে করলো উন্মুক্ত—এলো উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা। এই ব্যক্তি মালিকানার সাথে এলো মানুষের প্রভুত্ব ও নিপীড়ণ—এলো দাসত্ব। শাসকদের জন্যে শ্রমের ব্যবহারকে সংগঠিত করা এবং তাঁর সাংগঠনিক ভিত্তির জন্যে সূচনা হলো রাষ্ট্রের। উদ্বৃত্ত উৎপাদন সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার নিপীড়ক যন্ত্র সেনাবাহিনী, ধর্ম যাজক, কর্মকর্তার ব্যবস্থা করলো। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বিরাট পরিবর্তনের সহগামী হলো দক্ষতার উন্নতি, জ্ঞানের অগ্রগমন ও কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি।

কিন্তু এসব অগ্রগতি সাধিত হলো এমনি এক সমাজে যেখানে সমাজ বিভক্ত হয়ে গেছে দুই বৈরী শ্রেণীতে—এক শ্রেণী সুবিধা লুটছে অন্য শ্রেণীর ওপর শোষণের মধ্য দিয়ে। দুই বিবাদমান শ্রেণীর

এই বৈরীতার ফলে এই যে সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র আমরা তুলে ধরেছি তারই সাথে সাথে ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলারও সূত্রপাত হলো। যে শ্রেণী ছিলো ক্ষমতাসীন, অর্থাৎ শোষণের সুফল যারা পাচ্ছিলো, তারা চাইলো না সামাজিক কাঠামোয় কোনো পরিবর্তনের সূচনা হোক। কিন্তু অপরদিকে তাদের সামাজিক অবস্থানকে রক্ষা, সম্পদের ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, শোষণকে তীব্রতর রূপ দেয়া ও নতুন কৃৎকৌশল—এ সবই সমাজের অভ্যন্তরে পরিবর্তনের সূচনা করলো এবং বিরাজমান কাঠামোকে একটি হুমকির মুখে দাঁড় করিয়ে দিলো। সমাজের অভ্যন্তরীণ এই পরিবর্তনের স্রোত ছাড়াও ছিলো বাহ্যিক কিছু কারণ—যার অন্যতম সম্পদ দখল ও শ্রমের উপকরণ (দাস) সংগ্রহের জন্যে গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে লড়াই। এ সব কারণে অনিবার্যভাবেই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ভেতরেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা ছিলো। তা ছাড়া দাসদের ওপর ক্রমাগত কাজের চাপ বৃদ্ধি ও শোষনের মাত্রা বৃদ্ধিতে তাঁদের ভেতরেও জন্ম নিলো বিদ্রোহের।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সহগামী এই ঘটনাবলী এমনি এক অবস্থার সূচনা করলো যাতে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ক্ষমতাসীন শ্রেণী যে শোষণ যন্ত্রকে চালু করেছিলো, নিজ প্রয়োজনে যে কাঠামোকে গড়ে তুলেছিলো আজ আর তা তাদের নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কৃৎকৌশলগর্ত পরিবর্তন উৎপাদন ব্যবস্থাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিলো যেখানে এই ব্যবস্থাকে যথাযথ ও ফলদায়কভাবে চালু রাখতে হলে উৎপাদন সম্পর্ক বা production relation তথা সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ালো বাধ্যতামূলক। আর এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন যেহেতু ক্ষমতাসীনদের দ্বারা ছিলো অসম্ভব, সেহেতু অর্থনীতি-যন্ত্রটি হয়ে পড়লো নিষ্ক্রিয়—দেখা দিলো সংকট। আর সেই সংকটের পরিণতি বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্ম দিলো।

এই অভ্যুত্থান ক্ষমতায় আনলো নতুন শ্রেণীকে। এই নতুন শ্রেণী নতুন উৎপাদিকা-শক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে পুরোনোদের চেয়ে যোগ্য বলে পরিগণিত হলো ঠিকই কিন্তু যেহেতু এই নবাগত ক্ষমতাসীন শ্রেণীরও ভিত্তি হলো শোষণ—অনিবার্যভাবেই তাদেরকেও পড়তে হলো সংকটে বিশৃংখলায়। নতুন এই সংকট সমাজের কাঠামোতে একটা

দিয়েছে নতুন রূপ, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশকে করেছে ত্বরান্বিত। *Understanding Media* গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "Print created individualism and nationalism in the sixteenth century". কিন্তু মুদ্রণ যন্ত্র মানুষের চিন্তাকে নব-বিকশিত একটি গোষ্ঠীর সীমায় আবদ্ধ করেছে বলেই তাঁর ধারণা। ১৯শ সালের পর ইলেকট্রনিক যুগের সূচনা পুরো বিশ্ব-সংস্কৃতিকেই পরিবর্তনের মুখে ঠেলে দিয়েছে বলে তিনি রায় দিয়েছেন।

এবার বৈশিষ্ট্য-সূচক তৃতীয় বিষয়ে প্রবেশ করা যাক। তা হলো ঃ বাহনের দ্বিবিধ বিভক্তিকরণ। ম্যাকলুহানের বক্তব্য অনুযায়ী বিরাজমান মাধ্যমগুলো দুটো ভাগে বিভক্ত— উষ্ণ মাধ্যম—Hot media ; শীতল মাধ্যম---Cool media। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী যে-মাধ্যমগুলো তার গ্রাহকদের অধিকতর অংশ গ্রহণ (Participation) ব্যতীত তাদের আধেয়কে যথাযথভাবে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে পারেনা সেগুলো হচ্ছে শীতল মাধ্যম। অর্থ্যাৎ যেগুলোতে তথ্যের পরিমাণ কম ও গ্রাহকের অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বেশী। ম্যাকলুহানের ভাষায়, Low Definition। বিপরীতক্রমে যে-সকল মাধ্যমের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের অংশ গ্রহণের মাত্রা কম হলেও আধেয় তার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয় তাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন উষ্ণ মাধ্যম বলে। অর্থ্যৎ এ ক্ষেত্রে মাধ্যম তথ্যের পরিমাণ দিচ্ছে বেশী এবং গ্রাহকের অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কম। ম্যাকলুহানের ভাষায় এগুলো High Definition। এ প্রসঙ্গে তিনি শীতল মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন ও উষ্ণ মাধ্যম হিসেবে রেডিও'র উদাহরণ দিয়েছেন। উষ্ণ মাধ্যম ও শীতল মাধ্যম সম্পর্কে ম্যাকলুহানের একটি ব্যাখ্যামূলক উক্তি আমরা উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি বলেছেন ঃ "There is a basic principle that distinguishes a hot medium, like radio, from a cool medium like telephone, or a hot medium like the movie from a cool one like TV. A hot medium is one that extends one single sense in high definition. High definition is the state of being well-filled with data...hot media are, therefore, low in participation and cool media are high in participation or completion *by the*

audience".[৯] এ বিষয়ে ম্যাকলুহানের বক্তব্য ততটা স্পষ্ট না হলেও অপরাপর যোগাযোগ-বিজ্ঞানীরা তাঁর এই ধারণার স্পষ্ট রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সেই প্রয়াসই বরং এ ধারণাকে অনেকদূর বোধগম্য করেছে। উইলবার শ্রাম এ ধারণার ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে, "A hot medium at one time seems to be one that does not maintain a sensory balance, at another one that comes with the meaning relatively prefabricated and requiring as little imaginative effort as possible to leap from signs to a picture of reality. A cool medium on the other hand is one that has sensory balance and requires considerable imagination".[১০]

ম্যাকলুহানের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ ও তাঁর তিনটি বৈশিষ্ট্যের পরিচিতির পর আমরা এসব বৈশিষ্ট্যের জটিল গ্রন্থি মোচনের ও প্রাতিভাসিক (apparent) রহস্যের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত মর্মবস্তু (essence) অনুসন্ধানের চেষ্টা করে দেখতে পারি।

২

এ কথা পুনরুল্লেখ বাহুল্য যে, ম্যাকুলুহান পুরো মানব-ইতিহাসকেই এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। ম্যাকুলুহানের বড় মৌলিকত্ব সেখানেই। এ যেমন ম্যাকলুহানের নিজস্বতার পরিচায়ক তেমনি তাঁর চরিত্রের উন্মোচকও বৈকি। ম্যাকলুহানের ইতিহাস-বিশ্লেষণের সূত্র কৃৎকৌশল বা Technology ; যে কারণে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচকরা Technological ; Determinism বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষকের চোখ নিয়ে যদি ম্যাকলুহানের এই ইতিহাস বিশ্লেষণকে পর্যবেক্ষণ করি তবে একদিকে তা যেমন অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর বলে প্রতীয়মান হবে তেমনি অন্যদিকে তাকে মনে হবে বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির আগ্রাসী বহুজাতিক কর্পোরেশনের লেজুড়বৃত্তির প্রকাশ।

ম্যাকলুহান বলছেন, আমরা চাই বা না চাই সারা বিশ্ব ইলেকট্রনিক

৯. *Understanding Media*, p. 26

১০. Wibur Schraman *Men, Message and Media*, 1973, p. 127

প্যাটার্ন পাল্টানো সম্ভব। তিনি বলছেন, মাধ্যমগুলো হচ্ছে মানুষেরই বিভিন্ন স্নায়ু/অনুভূতির সম্প্রসারণ (Extenison of Man)। মানুষের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ই বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে। বার্তা-বাহন ও বার্তা-আধেয়'র এই নতুন সম্পর্কের কথা এর আগে এমন করে আর কেউই শোনান নি। বার্তা-আধেয়'র চেয়ে বার্তা-বাহনের ওপর গুরুত্বারোপের এই বিশিষ্টতাকে, আমরা আগেই বলেছি, ম্যাকলুহান একটি বাক্য-বন্ধে আবদ্ধ করেছেন ঃ Medium is the message, যা পরবর্তীকালে ম্যাকলুহানের নামের সাথেই যুক্ত হয়ে গেছে। এ কথা উল্লেখ করে মাইলস ওরভেল বলছেন, "Not since Einstein and his famous formula has an intellectual been so linked with a single phrase".[৭] বহু-অর্থবোধক এই বাক্য-বন্ধটিকে আমরা অন্ততঃ তিনটি অর্থে ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রথমতঃ প্রতিটি মাধ্যমই তার নিজস্ব কিছু গ্রাহক তৈরী করে নেয়। এই নিজস্ব গ্রাহকেরা মাধ্যমের (বা বাহনের) অন্তর্গত বার্তা-আধেয় বিবেচনা না করেই মাধ্যমের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে থাকে। যেমন ধরা যাক, টেলিভিশন। কেউ কেউ টেলিভিশন দেখার আনন্দেই টেলিভিশন দেখতে পারেন। 'বই পড়া'র সখের কথা আমরা সবাই জানি, বই পড়া কোনো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না। একইভাবে টেলিফোনে কথা বলার আনন্দে গড়ে ওঠে টেলিফোন-বন্ধুত্ব, কিংবা চিঠি লেখার মোহে কলম-বন্ধুত্ব। দ্বিতীয়তঃ কোনো বার্তা-আধেয় কেমন হবে তা তার বাহন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন রেডিও'তে আমরা কখনোই কোনো অনুষ্ঠানে গ্রাফ, বা চার্ট দেখাবার কিংবা অংশগ্রহণকারীর appearance'র ওপর গুরুত্বারোপের বিবেচনা রাখবো না। এখন এই ধরনের বার্তাগুলোকে ভিন্ন কোনোভাবে উপস্থাপনের জন্যে মাধ্যম/বাহন বাধ্য করছে। যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মাধ্যম বার্তাকে তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে সীমিত রাখে। তৃতীয়তঃ একেকটি মাধ্যম আমাদের একেকটি স্নায়ুর ওপরে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। চোখে দেখা স্থির ছবি ও সবাক চলচ্চিত্র ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ুর ওপর যে প্রভাব গ্রহণে বিস্তার করে তাতে বার্তার সমার্থেও ভিন্নতা ঘটে। ফলে একই বার্তাও বাহন/মাধ্যমের ভিন্নতার কারণে গ্রাহকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া (response) তৈরী করে।

৭. Miles Orvell, পূর্বোক্ত, পৃ ২৫

যাকে ম্যাকলুহান বাহনেরই কৃতিত্ব বলে সনাক্ত করতে চান।

এসব আমাদের ব্যাখ্যা। তবে ম্যাকলুহানেরও নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা (?) রয়েছে। তিনি বলছেন, "Characteristic of all media, means the 'content' of any medium is always another medium. The content of writing is speech just as the written word is the content of print, and print is the content of telegraph."[৮]

ম্যাকলুহানের দ্বিতীয় বিশিষ্টতা মানব-ইতিহাসের নিজস্ব ব্যাখ্যায়। মানব-ইতিহাসকে তিনি চারভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) সম্পূর্ণ মৌখিক, নিরক্ষর গোষ্ঠী জীবন

(খ) হোমারের পর গ্রীসে প্রতীকের আবিষ্কার থেকে শুরু করে ২ হাজার বৎসর কালব্যাপী Codification by script

(গ) মুদ্রণ যুগ, ১৫শ থেকে ১৯শ সাল

(ঘ) ইলেকট্রনিক যুগ, ১৯শ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত

গোষ্ঠীবদ্ধ নিরক্ষর মানুষ তাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুষম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে জীবনযাত্রা ও সমাজ-কাঠামো গড়ে তুলেছিল হোমার-পরবর্তী গ্রীসে ভাষার আদিরূপ প্রতীকের আবিষ্কার তাতে এক ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। পরে টাইপের আবিষ্কার মানুষের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ভারসাম্যকে চূর্ণ ক'রে এক-ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করে এবং তাদের গোষ্ঠী-জীবনকে ভেঙ্গে ফেলে—যাকে ম্যাকলুহান বলেছেন বি-গোত্রীকরণ বা De-tribalization. ১৯শ সালের পর ইলেকট্রনিক যুগের সূচনায় এই এক-ইন্দ্রিয় নির্ভরতার অবসান ঘটে এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুষম নির্ভরতায় মানুষের প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি সারা বিশ্বের মধ্যেকার কাল ও পরিধির (Time & Space) দূরত্ব কমিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ এক জীবন উপহার দেয়—ম্যাকলুহানের ভাষায় এটিই হচ্ছে পুনঃগোত্রীকরণ বা Re-tribalisation. মানুষের এই পুনঃ-গোত্রীকরণের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্ব এক 'বৈশ্বিক গ্রাম' বা Global Village-এ রূপান্তরিত হতে চলেছে। *Gutenberg Galaxy* গ্রন্থে মার্শাল ম্যাকলুহান বলছেন যে, টাইপের আবিষ্কার ১৫শ সাল থেকে ১৯শ সাল পর্যন্ত সময় পরিধিতে একদিকে পশ্চিম ইউরোপের সংস্কৃতিকে

৮. *Understanding Media*, p. 7

বক্তব্য-সূচক গ্রন্থ *Understanding Media : The Extension of Man.* ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয় *Medium is the Message* গ্রন্থটি। তারপর *War & Peace in the Global Village* এবং ১৯৬৯ সালে *Counterblast* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তেষট্টি সাল-পরবর্তী সময়গুলো ম্যাকলুহান টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়েই কাটিয়ে দেন এবং ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

দীর্ঘ দেড় যুগের ব্যবধানে প্রকাশিত ৬টি গ্রন্থে ম্যাকলুহানের বক্তব্য স্পষ্ট রূপাবয়ব লাভ করেছে, তবে পুনরুল্লেখ করা দরকার তাঁর প্রতিনিধি-স্থানীয় গ্রন্থ হচ্ছে *Understanding Media : The Extension of Man.*[৩] তাঁর বক্তব্যের ও তত্ত্বের আপাতরঃ রহস্যময়তার জালকে ছিন্ন করে মর্মবস্তুটি স্পর্শ করতে আমাদেরকে যে কারণে অনেক দূর পর্যন্ত এ গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হবে।

আলোচনার সূচনায় ম্যাকলুহানের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ আমাদের জেনে নেয়া অত্যাবশ্যক। ম্যাকলুহানের বক্তব্যের পরিধি, Miles Orvell-এর ভাষায় "social, political and personal effects of

the Center, so boldly announced in the letter-head of McLuhan's correspondence, to be a sleek new building with a corps of secretaries. In fact, as the Center is more a committee than an institution ; it exists, for present, only in McLuhan's cluttered office.

৩. এই গ্রন্থটি সবার্থেই ম্যাকলুহানের প্রতিনিধি-স্থানীয় গ্রন্থ—রচনারীতি ও বক্তব্যে। যথারীতি এই গ্রন্থটিও জটিল, আপাতঃ-রহস্যের জালে বন্দী এবং ইচ্ছাকৃত কুহেলিকায় পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ সম্পর্কে Dwight Macdonald বলেছেন : "One defect of *Understanding Media* is that the parts are greater than the whole. A single page is impressive, two are stimulating, five raise serious doubts, ten confirms them, and long before the hardy reader has staggered to page 359 the accumulation of contradictions, nonsequiturs, facts that are distorted and facts that are not facts, exaggerations, and chronic rhetorical vagueness have mumbed him to the insights. (*McLuhan : Hot and Cool.* Gerald Emmannuel Stern ed. 1967, p. 205)

of communication technologies.[৪] এই ব্যাপকতর পরিধিতে নিজের বক্তব্য বিস্তৃত করেছেন তিনি। সেখানে ম্যাকলুহানের যে সব বিষয়ে নিজস্বতা ফুটে উঠেছে সেগুলো হচ্ছে :

১) বার্তা-আধেয় ও বার্তা-বাহনের নতুন সম্পর্ক উদ্ভাবন
২) মানব-ইতিহাসের ব্যাখ্যা
৩) বাহনের দ্বিবিধ বিভক্তিকরণ

ম্যাকলুহানের পুরো বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করতে গিয়ে রবার্ট ফ্যানলী ও চার্লস ষ্টেইনবার্গ বলছেন, "The theory states, quite simply, that the media itself is the message—media, in and of themselves and regardless of the messages they communicate, exert a compelling influence on man and society. His theory anchors societal change in the transformation of commiunication media."[৫] (সহজ ভাষায় ম্যাকলুহানের তত্ত্বটি হচ্ছে 'বাহনই বার্তা'—বাহন তা যেটাই হোক আর যে-বার্তাই বহন করুক মানুষ ও সমাজের একটা বাধ্যতা-মূলক প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর তত্ত্বানুযায়ী যোগাযোগ-মাধ্যমের পরিবর্তনের মধ্যেই সামাজিক পরিবর্তন নিহিত।) ম্যাকলুহান বলছেন, যোগাযোগ-মাধ্যমগুলো অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে আমাদের স্নায়ুর গঠন-প্রকৃতি ও চিন্তার সূত্রকে পাল্টে দিচ্ছে, যার অনিবার্য প্রতিফল হচ্ছে সমাজের পরিবর্তন।[৬] মাধ্যমসমূহের প্রভাব (inpact) বুঝতে হলে এই পূর্ব-সত্যটিকে মেনে নিতে হবে যে, মাধ্যমের পক্ষে আমাদের অনুভূতির আনুপাতিক ভারসাম্য (sensory-ratios) পরিবর্তন ও চিন্তার

৪. "Another Look At Marshall McLuhan", *Dialogue*, 4/1982, number 58, p. 25

৫. B.N. Alruja, Shakti Batra, *Mass Communications*, (1978), p. 37 গ্রন্থে উদ্ধৃত

৬. ম্যাকলুহানের ভাষ্য : "If the student of media will but meditate on the power of medium of electric light to transform every structure of time and space and work and society it penetrates or contacts, he will have the key to the power that is in all media to reshape any life they tonch". (*Understanding Media*, p. 60)

অধীনস্থ করা। একচেটিয়া পুঁজির এই দাপট ও কৃৎকৌশলগত অগ্রগতিকে সেই স্বার্থে ব্যবহারের ফলে পুরো মানব-সভ্যতাই আজ ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে। আর সে কারণেই আজকের দিনে মেহনতী মানুষকে তাদের নিজস্ব অস্তিত্বের স্বার্থে মানব-সভ্যতার শত্রু একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসনকে চূর্ণ করতে হবে। আর সেই আগ্রাসনকে চূর্ণ করতে হলে উৎপাদনের উপর যে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে ভেঙ্গে ফেলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যথার্থ 'সামাজিক মালিকানা'। কেবলমাত্র উৎপাদনের উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সকলের যৌথ শ্রমে সৃষ্ট সুযোগ সকলের মধ্যে বন্টন সম্ভব। উৎপাদনের উপকরণের ওপর ক্ষুদ্রাকৃতির ব্যক্তি-মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যে সংহারের ও শোষণের বীজ রোপিত হয়েছিলো একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের মধ্য দিয়ে তাই হয়েছে মহীরুহ পৌঁছেছে চূড়ান্ত রূপে। জাতির অভ্যন্তরে সকলের সম্মিলিত কর্মোদ্যগ ও সুবিধার বন্টনই জাতিসমূহের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতাকে নিশ্চিত করতে পারে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এ কথা সত্য যে, গোষ্ঠী জীবনে ভূমির ওপরে যে গোষ্ঠী-মালিকানা ছিলো ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী-আকারে তারই প্রত্যাবর্তন ঘটবে। তবে এই দু'য়ের মধ্যেকার প্রার্থক্যগুলোও হবে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ইতিহাসের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বহির্বিশ্ব সম্পর্কে এবং নিজস্ব গভীরতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের বিস্তার ঘটেছে, সেহেতু এই প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের চাহিদা অনুসারে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি ও প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব হবে অবশ্যম্ভাবী।

মানব-ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা যেমন একদিকে স্পষ্ট যে, ম্যাকলুহান তাঁর মানব-ইতিহাস বীক্ষণের দীক্ষা পেয়েছেন কোথা থেকে, সাথে সাথে এটাও স্পষ্ট যে তিনি সেই ইতিহাসকে তাঁর নিজের মতো করে কতটুকু পরিবর্তন করেছেন, ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ম্যাকলুহানের সাথে মার্কসের যে মিলের উল্লেখ করেছিলাম তার কথা আরেকবার স্মরণ করা দরকার এখানে। ইতিহাসকে নিজের ইচ্ছে মতো কেটেছেটে সাজাতে গিয়ে ম্যাকলুহান প্রাচীন গোষ্ঠীবদ্ধতাকেই ভবিষ্যত সমাজের মডেল হিসেবে খাড়া করেছেন। কিন্তু তাকে সরিয়ে এনেছেন বাস্তব থেকে। ভূমির ওপরে গোষ্ঠীগত মালিকানার যে মৌল

উপাদান ম্যাকলুহান সে-বিষয়ে নিরুৎসাহিত্য দেখিয়েছেন, আর সে-কারণেই প্রকৃতির দাসত্ব. সেই দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি, খাদ্যান্বেষী মানুষের প্রয়াস, খাদ্যান্বেষণ করতে গিয়ে গোত্রে গোত্রে লড়াই এবং কোনো কোনো গোত্রের বিনাশ এবং শেষাবধি কৃষির এমন পদ্ধতির আবির্ভাব যাতে করে লড়াইয়ে বিজিত গোত্রের মানুষদের দাস হিসেবে ব্যবহার-করণ—এ সবই ম্যাকলুহানের ইতিহাস থেকে কপূরের মতো উবে গেছে। তাঁর কাছে গোষ্ঠী-জীবনের একমাত্র উল্লেখযোগ্য উপাদানটি হলো—এই যে, গোষ্ঠী-জীবন ছিলো সম্পূর্ণ মৌখিক (oral)। তাঁর কাছে মনে হয়েছে সেই গোষ্ঠী জীবনের মানুষদের ('The tribal trance of resonating word magic and the web of kinship'[১১]) দিয়েছে সুখী-জীবন। তাঁদের অনুভূতিসমূহের-ঐক্য এবং প্রতিটি অনুভূতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যই ম্যাকলুহানের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি বলছেন, 'Oral cultures act and react at the same time'.[১২] এ সবের মধ্য দিয়েই মানুষ হয়ে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ মানুষ, আর তাদের মধ্যে বিরাজ করছে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন, একক অস্তিত্বের অবস্থান সেখানে অসম্ভব কল্পনা; তাঁর ভাষায় "Tribal cultures cannot entertain the possibility of the individual or the separate citizen".[১৩]

ম্যাকলুহান গোষ্ঠী-জীবনের যে নিস্তরঙ্গ ও নিশ্চল কিন্তু সুখী জীবনের ছবি এঁকেছেন তা কেন ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো? কেনো পূর্ণাঙ্গ মানুষেরা অপূর্ণাঙ্গে রূপান্তরিত হলেন? তারও একটা ব্যাখ্যা আছে ম্যাকলুহানের কাছে, তা যতই একপেশেও খণ্ডিত হোক না কেন। তাঁর ধারণায় এই শান্ত, নিরবচ্ছিন্ন, সুখী গোষ্ঠী জীবনকে চূর্ণ করেছে বর্ণমালা ও অনিবার্য অগ্রগমন—সাক্ষরতা থেকে মুদ্রিত বই। এরই মধ্য দিয়ে অনুভূতির সমগ্রতা বিনষ্ট হয়েছে—এক অনুভূতি অন্য অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং 'দৃশ্য-ইন্দ্রিয়' পেয়েছে অধিক গুরুত্ব। এইভাবেই ব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, দেখা দিয়েছে এক-মাত্রিক (linear) অনুভূতি ও চিন্তার প্রাধান্য, মানুষের বিচূর্ণীভবন

১১. *Understanding Media*, p. 86
১২. পূর্বোক্ত, পৃ, ৮৭
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ, ৮৮

সম্পন্ন হয়েছে, সম্পন্ন হয়েছে জাতিসমূহের বিচূর্ণীকরণ, সৌভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয়েছে — জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটেছে, যুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে। আর এ সবের মধ্য দিয়েই মানব-সভ্যতার অধঃপতন চিহ্নিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যা ম্যাকলুহানের। কিন্তু এ সব ঘটনার পেছনে যে উৎপাদন-উপকরণের ওপর ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব, উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যেকার পার্থক্যের সূচনা এবং উৎপাদন কৃৎকৌশলের অগ্রগতির অসামান্য প্রভাব রয়েছে তার স্বীকৃতি প্রদানে ম্যাকলুহান কেবল অনিচ্ছুকই নন, এ কথার উল্লেখও নাই।

ম্যাকলুহানের ইতিহাস-ব্যাখ্যার ভেতরে যে সামাজিক-বাস্তবতাকে অস্বীকৃতির প্রবণতা মুখ্য হয়ে উঠেছে তা তাঁর তত্ত্বকে আরো খানিকটা খুটিয়ে দেখলে বোঝা যায়। সম্পূর্ণ মৌখিক গোষ্ঠী-জীবনের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞানকে সংরক্ষণ ও তার চিন্তার সামাজিক দ্বন্দ্বে নিজের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং উত্তরাধিকারের কাছে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পৌঁছে দেওয়ার সামাজিক চাহিদাও যে মৌখিক গোষ্ঠী জীবনের গুহাচিত্র অঙ্কন বা পরবর্তীকালে codificationকে ত্বরান্বিত করেছে এ কথা তো কারোই বিস্মৃত হবার কথা নয়। সমাজের চাহিদা এবং বিরাজমান সমাজের ক্ষমতা ও সংস্কৃতির ভারসাম্য বা স্থিতিশীলতা রক্ষার স্বার্থেই কালে কালে বিভিন্ন মাধ্যমের আবির্ভাবের সূত্র ম্যাকলুহানের পূর্ববর্তী কানাডীয় যোগাযোগ তত্ত্ববিদ, ম্যাকলুহানের আদর্শিক-পূর্বসূরী (গুরু?) হ্যারল্ড এ্যাডাম ইন্নিসও উল্লেখ করেছিলেন। সময়ের প্রতি পক্ষপাত (time bias) যে গোষ্ঠী-জীবনে ভাষার আদিরূপ প্রতীকের উদ্ভাবনের বাধ্য করেছিলো এবং তারই অনুসরণে ক্ষমতা বিন্যস্ত হয়েছিলো ইন্নিস সে-কথা ও বলেছেন। কিন্তু মানব-ইতিহাসের সেই ধাপ অতিক্রান্ত হবার পর যখন গোষ্ঠীগুলো ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকতর এলাকায় তখন সামাজিক প্রয়োজনই মাধ্যমের পক্ষপাতকে (bias) সময় থেকে সরিয়ে এনে দাঁড় করিয়েছে স্থানিক (space) পরিসরে। ফলতঃ আবিষ্কার হয়েছে লেখ্য ভাষার। কালিক পক্ষপাত (time bias) মিসরীয় সাম্রাজ্যকে পিরামিড তৈরীতে উৎসাহিত করেছে, কিন্তু চীনা সাম্রাজে তার ক্ষমতা বিন্যাসে স্থানিক পরিসরে বিস্তৃতিকে গুরুত্ব দিয়েই কাগজের আবিষ্কার করেছে। ফলতঃ আপনা থেকেই উভয়কালের জন্যে জ্ঞানের সংরক্ষণ

পেয়েছে ভিন্নরূপ, বিস্তৃত হয়েছে বহু জনে। কিন্তু সমাজের চাহিদায় ও ক্ষমতার বিন্যাসের যখন পরিবর্তন এসেছে তখন দেখা গেছে যে, লেখা ভাষাও জ্ঞানকে আর ছড়িয়ে দিতে পারছে না। সেই চাহিদাই বাধ্য করেছে মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারকে। ধর্মযাজক ও রাষ্ট্র কাঠামোর অন্যান্য নিপীড়ক যন্ত্রের রাহু থেকে জ্ঞানের মুক্তি ঘটেছে মুদ্রণ যন্ত্রের মধ্য দিয়েই। ইতিহাস তার স্বাক্ষী, কেবল ম্যাকলুহানই তা প্রত্যক্ষ করতে নারাজ। জ্ঞান ও তার সহগামী যুক্তিবাদিতার এই সম্প্রসারণে ম্যাকলুহানের এই পরোক্ষ নেতিবাচক মনোভঙ্গি ভিন্নত্রও সকারণে প্রকটিত হয়েছে, সেখানেই এর ভেতরের রহস্যটি উদ্‌ঘাটন করা যাবে।

ম্যাকলুহানের মতে, মানব-সভ্যতার 'বিগোত্রীকরণের' যে প্রক্রিয়া মুদ্রণ যন্ত্র সূচনা করেছিলো বৈদ্যুতিক কৃৎকৌশলের আবিষ্কার তা কেবল রোধই করেনি 'পুনঃগোত্রীকরণেরও' সূচনা করেছে। অধঃপতিত মানব-সভ্যতা মুক্তির পথ পেয়েছে (!)। একমাত্রিক অনুভূতির উপর প্রাধান্যকে খর্ব করে অনুভূতিসমূহের ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং সাক্ষরতা-নির্ভরতার অবসান ঘটিয়ে গোষ্ঠী জীবনের সুখী কাঠামো ইতিমধ্যেই ফিরতে শুরু করেছে এবং এবার আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে নয়; সারা বিশ্ব জুড়ে, পুরো বিশ্বকে একটি গ্রামে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ঘটেছে এই প্রত্যাবর্তন। ম্যাকলুহানের ভাষায়, "Today we appear to be poised between two ages—one of detribalization and one of retribalization".[১৪] সাক্ষরতা-জ্ঞান যে বিচ্ছিন্নতার সূচনা করেছিলো ম্যাকলুহান মনে করেন আজকের দিনে তা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে পরিপূর্ণ সংযুক্তি (Total involvement) দ্বারা। তাঁর ভাষায়, "In the electric age, when our central nervous system is technologically extended to involve us in the whole of mankind and to incorporate the whole mankind in us, we necessarily participate, in depth, in the consequences of our every action."[১৫] এ প্রসঙ্গে ম্যাকলুহান আরো বলছেন, "As electrically contracted, the globe is no more than a village

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ, ২৯৯
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ, ২০

.....It is the implosive factor that alters the position of the Negro, the teen-ager, and some other groups .....They are now involved in our lives, as we in theirs, thanks to the electric media."[১৬]

হার্বার্ট ম্যাকলুহান যে জগতের কথা বলছেন, পারস্পরিক-সংযুক্তির মধ্য দিয়ে এক 'সব পেয়েছির দেশ'-এর কথা বলছেন সেখানে পৌছুঁবার পথ তাঁর কাছে যত সহজই মনে হোক আসলে বোধকরি ততটা সহজ নয়। ম্যাকলুহানের স্বপ্ন-কল্পনার ঠাস বুনোটে-গাথা সেই সব পেয়েছির দেশের চেহারা বর্ণনা করে তিনি বলছেন : "The problem of discovering occupations or employment may prove as difficult as wealth is easy."[১৭] কর্মহীনতা ও বেকারত্বের আশংকা শূন্যের কোঠারও নীচে নেমে গেছে। মানুষের হয়ে যন্ত্রই সম্পন্ন করবে সব — মানব-ইতিহাসেরও চালিকা শক্তি হবে মানুষ নয়, যন্ত্র। আর আদিম গোষ্ঠী-জীবনের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্ত হবে কর্ম থেকে, মানুষের ইতিহাস থেকে মানুষই বাদ পড়বে। ইতিহাসকে ম্যাকলুহান সেইভাবেই দেখতে চান, দেখাতেও চান। যেখানে আজ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত হয়ে গেছে যে, মানুষের সকল উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি, সে-মুক্তি হচ্ছে "মানুষকে প্রকৃতির দাসত্ব, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, নিপীড়নমূলক প্রযুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, অন্যায় শ্রেণী-কাঠামো, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা — এক কথায় সকল প্রকার অমানবিক সংস্থার কবল থেকে মুক্ত করা"[১৮], সেখানে ম্যাকলুহান মানুষকে তার নিজস্ব ইতিহাস থেকে বাদ তো দিচ্ছেনই উপরন্তু মানুষকে পরিণত করতে চাইছেন যন্ত্রের দাসে। সে দাসত্বের চেহারা কি? সেটা তাঁর ভাষায়ই শোনা যাক — "Electromagnetic technology requires utter human docility and quienscence of meditation such as befits an organism that now wears its brain outside its skull and its nerves outside its hide."[১৯]

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ, ২০
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ, ৬৫
১৮. 'গ্রাম বাংলার উন্নয়ন : তৃতীয় মত', মাহবুবউল্লাহ, বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা, ১৯৭৬

এই যে সম্পর্কের কথা ম্যাকলুহান বলছেন তাকে দাসত্ব বলছি কেনো? বলছি, কেননা তিনি সম্পর্কের যে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন (participation in depth এবং involvement) তার ভিত্তি মানুষের সচেতন জিজ্ঞাসা নয়; মানুষের বিশ্ব-বীক্ষজ সমাজ-জিজ্ঞাসা এবং অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা ও চর্চার মধ্য দিয়ে এই সংযুক্তির সূত্রপাত নয়। বরং তা গড়ে উঠবে কেননা 'ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম' আমাদের বাধ্য করেছে। আর সে প্রেক্ষিতেই, আদিম গোষ্ঠী-জীবনের অজুহাত তুলে ভবিষ্যৎ সমাজে বাক্যায়নেরও (verbalization) বিরোধী তিনি। বাক্যায়ন ও তার অনুবর্তী সচেতন-নিরীক্ষা ও যুক্তি-বিচার সবই অনুপস্থিত থাকুক — কেননা শব্দগুলো আমাদের মধ্যে একক বিশ্বের ধারণা গড়ে তুলতে দেবেনা বরং "Electricity points the way to an extension of the process of consciousness itself, on a world scale, and without any verbalization whatsoever. Such a state of collective awareness may have been the pre-verbal condition of men"[২০] তথাকথিত এই collective awaneness-এর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রায় সঞ্চিত জ্ঞান ও বোধ-বুদ্ধি। আর তাই ম্যাকলুহান জ্ঞানের মধ্যেই যে শক্তি নিহিত তা উপলব্ধিতে ব্যর্থ। জ্ঞানের সাথে বিশ্ব-বীক্ষনের, বোধ-বুদ্ধির ধারণাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ম্যাকলুহান অত্যুৎ-সাহী মানুষকে এক অন্ধ বিবরের মধ্যে ঠেলে দিতে চান। এই প্রচেষ্টা কেবল যে *Understanding Media* গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট তা নয়, ম্যাকলুহানের *Gutenberg Galaxy* গ্রন্থের প্রথম দিকের পাতাগুলোতেও প্রমাণিত। Gutenberg Galaxy গ্রন্থের যে অংশে তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের *King Lear* নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন এবং তার ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছেন সেখানেও এই মনোভঙ্গী স্পষ্ট রূপাবয়ব পেয়েছে। 'কিং লিয়র' নাটকের প্রথম অঙ্কে রাজা ঘোষণা করছেন যে, রাজা এই উপাধি ধারণ করবেন কিন্তু রাজকার্য থেকে অবসর নিচ্ছেন। অবসর গ্রহণের সময় তিনি রাজ্য তাঁর তিন কন্যার মধ্যে ভাগ করে দেবার

১৯. *Understanding Media*, p. 64
২০. পূর্বোক্ত, পৃ, ৮৩

কথাও ঘোষণা করেন। শেক্‌স্‌পীয়র-সমালোচকরা রাজা লিয়রের এই রাজ্য-বিভক্তিকে এই ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, শেক্‌স্‌পীয়র একটি অখণ্ড জাতির প্রতি তাঁর পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন এবং মধ্যযুগীয় ও সামন্ততান্ত্রিক স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাধ্যক্ষ ও শাসকরা যে যুদ্ধ ও বৈরীতার মধ্যে দিয়ে ভূমিকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলেছিলেন তারই উল্লেখ করেছেন। শেক্‌স্‌পীয়র-সমালোচকরা এর মধ্যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাননি, পেয়েছেন পশ্চাদপদতার চিহ্ন। কিন্তু ম্যাকলুহান এই ঘটনার ভিন্নতর ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে বলেছেন যে, এটি পশ্চাদপদতার লক্ষণ তো নয়ই ববং এই রাজ্য-বিভক্তির মধ্য দিয়ে শেক্‌স্‌পীয়র "proposing an extremely modern idea of delegation of authority from center to margin."[২১] ম্যাকলুহানের ব্যাখ্যায় এই বিভক্তিকরণ হচ্ছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে বিভক্তিকরণের ইঙ্গিত—আধুনিক বিশ্ব-দৃষ্টির লক্ষণ। তিনি তাঁর বক্তব্যকে জোরদার করার জন্যে রাজা লিয়রের যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তা হলো ঃ 'Give me the map there' এবং ম্যাকলুহান এই উক্তির ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—"The map was also a novelty in the sixteenth century...key to the new vision of peripheries of power and wealth".[২২] কিন্তু এই বক্তব্যে সত্যতা নেই—কেননা ইতিহাসের নিবিষ্ট পাঠক মাত্রই জানেন দ্বিতীয় শতকে, যখন ভাষার লেখ্য রূপও আবিষ্কৃত হয়নি, টলেমী বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর মানচিত্রের জন্যেই। রাজা লিয়র ষোড়শ শতকের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে নতুন অভিযানের স্বপ্নে—নতুন পরিকল্পনায় মানচিত্র চাননি, চেয়েছেন কেবলই সামন্ত যুগের ভূমি-খণ্ডনের চিরায়ত ধারাকে পুনঃপ্রমাণ করতে। এই অপব্যাখ্যার উল্লেখ করে মার্কসবাদী যোগাযোগ বিজ্ঞানী Sidney Finkelstein বলছেন, "The contempt for the public implied in McLuhan's misuse of questions is another manifestation of the undercutting of human spirit, human resiliency, human creativity and human urge for freedom that glares throughout McLuhan's view of

২১. পূর্বোক্ত, পৃ, ১১
২২. পূর্বোক্ত, পৃ, ১১

history and approach to the present."[২৩]

জ্ঞানকে তার বোধ-বুদ্ধি থেকে আলাদা করে কেবলই পরিসংখ্যানের রূপে নিয়ে যেতে চান ম্যাকলুহান। কেননা কেবল পরিসংখ্যানেই মুখ্য হয় তবে একথা বলতে তখন বাধবে কার যে ঐ কাজ তো কম্পিউটারই করতে পারে, তার জন্যে মানুষের দরকার কি? মানবীয় জ্ঞানকে তখন বন্দী করা যাবে যন্ত্রে, মানুষকে পরিণত করা যাবে তার দাসে।

কিন্তু এসবের পেছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করেছে? কি কারণে ম্যাকলুহান মানুষকে বাদ দিয়ে মানুষের নিজস্ব ইতিহাস রচনা করতে চাইছেন? জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন যুক্তিবাদিতা থেকে? কেন তিনি মাধ্যমকে তার আধেয়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে চাইছেন? কেনো একটি বন্ধনে বাঁধতে চাইছেন সারা বিশ্বকে? এ সবের পরোক্ষ উত্তর বোধকরি ইতিমধ্যেকার আলোচনায় অস্পষ্ট থাকবার কথা নয়। Tom Nairn আরেকটু স্পষ্ট করে এসবের পেছনের উদ্দেশ্যটির ইঙ্গিত দিয়েছেন। ম্যাকলুহান কথিত Global Village-এর সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "To anyone who can extricate himself from the McLuhanite trance for a few seconds, it is reasonably clear that the existing global village was created, not by television ; that it is not a 'village', but a cruel class society tearing humanity in two ; that the techniques which made it and sustain it are overwhelmingly pre-electric— private property and the gun ; and the actual use made of media like television in our society, far from pushing us toward a healing of the gap, reinforces our acceptance of it.'[২৪] ম্যাকলুহানের যুক্তিবাদিতা পরিহারের প্রয়াসের ভেতরের কারণটি বোধকরি এই ইঙ্গিত থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। তারপরেও যদি আরেকটু খুটিয়ে দেখি, আরো খানিকটা ভেতর-মহলে প্রবিষ্ট হই বাস্তব অবস্থার তবে দেখতে পাবো

২৩. Sidney Finkelstein, *McLuhan's Totalitarianism And Human Resilience*,
Communication & Class Struggle, Vo. I, 1978, p. 180
২৪. Raymond Rosenthel ed. *McLuhan Pro & Con*, 1968, p. 150

সারা বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর, শ্রম ও বাজারের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একচেটিয়া পুঁজির প্রতিভূ বৃহৎ বহুজাতিক কর্পোরেশন সমূহের, যে-কথা ম্যাকলুহানের কন্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে সামান্য ভিন্ন আঙ্গিকে, "Totally new structures are needed to run a business or relate it to social needs and markets. With the electric technology, the new kind of instant interdependence and interprocess that take over production also enter the market and social organization."[২৫] এই চিত্রই কি ফুটে ওঠে না আজকের বিশ্বব্যাপী বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর নিজেদের মধ্যে বাজার-বন্টনে, নিজেদের মধ্যেকার সমঝোতায় ও বিশ্ব দখলে? এ সব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যে চিন্তা স্রোত প্রবহমান তাকে রুদ্ধ করতে চেয়েছেন ম্যাকলুহান—যুক্তিবাদিতা, চিন্তা ও ধারাবাহিক ইতিহাস এবং সামাজিক জ্ঞানের অংশীদারিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে। চিন্তা ও বিচারের দায়িত্ব দিয়েছেন যন্ত্রের ওপরে, কেননা ওসব আর কিছু নয়—Extension of man.

যে প্রযুক্তির গুণাগুণ বর্ণনায় ম্যাকলুহান এতকিছু বলছেন সেই প্রযুক্তিও সবার হাতে তুলে দিতে তাঁর আপত্তি আছে। সেই আপত্তির কথা ব্যক্ত করে ম্যাকলুহান বলছেন, "On the one hand, a new weapon or technology looms as a threat to all who lack it. On the other hand, when everybody has the same technological aids, there begins the competitive fury of the homogenized and egalitarian pattern against which the strategy of social class and caste has often been used in the past."[২৬] এই ভাবেই ম্যাকলুহান, একচেটিয়া পুঁজির প্রতিভূ বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর ইচ্ছে দ্বারা কৃৎকৌশলগত উন্নতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষুদ্রতর জাতিগুলোর ওপরে আধিপত্য বজায় রাখার পক্ষে তার স্পষ্ট মত দিয়েছেন। অন্যদিকে বার্তা-আধেয় ও বার্তা-বাহনের নতুন সম্পর্কের নামে বার্তা-বাহনের ওপর গুরুত্বারোপ এবং বাহনগুলোর hardware একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণে রাখার পক্ষে তাঁর বক্তব্যও স্পষ্ট।

২৫. *Understanding Media*, p. 310

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

কেবল যে কৃৎকৌশল ও প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক শোষণের জাল বন্দী করাই তাঁর উদ্দেশ্য তা নয়—ক্ষুদ্র জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক সত্তা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে খর্ব করার ইচ্ছেও তিনি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলছেন মাধ্যমের মাহাত্ম্যে ,,we are certainly coming within" conceivable range of a world autornatically controlled. সেই "স্বনিয়ন্ত্রিত" 'বিশ্বে whole cultures could now be programmed to keep their emotional climate stable in the same way that we have begun to know something about maintaining equilibrium in the commercial economies of the world."[২৭]

মার্শাল ম্যাকলুহানের বক্তব্যের প্রাতিভাসিক রহস্যময়তার আড়ালে যে মর্মবস্তু লুক্কায়িত আছে উপরোক্ত আলোচনা বোধ করি তার সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম হবে। আর তা থেকে এটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট যে যোগাযোগ-বিজ্ঞানের বুর্জোয়া চিন্তা-চেতনায় ম্যাকলুহান যত বিশাল মানুষ বলেই প্রতীয়মান হোক না কেনো নির্মোহ বিচার তাঁকে কেবল মানুষের বিপক্ষবাদী একটি ক্ষুদ্র সত্ত্বা বলেই প্রমাণ করবে।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১,